মায়ের সাথে প্রতারণা শিক্ষক সন্তানের, সহযোগী চাচা শ্বশুর ও শ্যালক

মেহেরপুরে অশতিপর মায়ের সাথে প্রতারণা করে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন শিক্ষক সন্তান। অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন বাবু মেহেরপুর সদর উপজেলার হাতিভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং কোলা গ্রামের মৃত বেলায়েত হোসেনের ছেলে। তার এ প্রতারণায় সহযোগীতা করেছেন তার চাচা শ্বশুর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম ও স্ত্রীর ভাই পুলিশ কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম রিপন। রিপন বর্তমানে কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশে এস আই হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এ ঘটনায় বৃদ্ধা মায়ের অনুমতিতে মেহেরপুরের আমলী আদালতে মামলা করেছেন বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম। যার মামলা নম্বর ৪১৫/২০২৫ ।

মামলাটি মেহেরপুর সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত। মামলাটি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদনের আসামি আলমগীর হোসেন ও তার চাচা শ্বশুর ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলামকে অভিযুক্ত আদালতে প্রতিবেদনও জমা দিয়েছেন সিআইডির তদন্তকারী কর্মকর্তা। প্রতিবেদন পেয়ে আদালত আসামি আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ দেন। দীর্ঘদিন তিনি পলাতক থেকে সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন।

মামলার এজাহারে বাদী জাহাঙ্গীর আলমের অভিযোগ, আমার মা একজন অতিবৃদ্ধ এবং তিনি স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পূর্ণ মানুষ। চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি আমার মা একটু অসুস্থবোধ করিলে আমার ছোট ভাই আসামী মুহাঃ আলমগীর হোসেন আমার মাকে মেহেরপুর শহরে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে মেহেরপুর রেজিষ্টারী অফিসে নিয়ে যায় এবং পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে লিখে রাখা দলিলে আমার মা স্বাক্ষর করিতে জানা স্বত্তেও জোরপূর্বক টিপসহি নেয়।

মা প্রতিবাদ করিলে সে মায়ের কোন কথা শোনেনা। মা বাড়ি ফিরে আমাকে, আমার বোন ও পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি জানালে আমি মেহেরপুর সাব রেজিষ্টারী অফিস হইতে ৭৬৩/২০২৫ নং দলিলের সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ কর জানতে পারি আমার ছোট ভাই আসামী মুহাঃ আলমগীর হোসেন আমার মায়ের নামীয় বামনপাড়া মৌজার আর এস ১৬০৭ ও আর এস ১০২৯৫ খতিয়ানের ৩৮ শতক জমি নাবালক পুত্র মুহাঃ আশিক আলমগীর ও

মুহাঃ আবরার আলমগীরের নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।

যে জমির মূল্য বর্তমান বাজারমূল্য এক কোটি হবে। বিষয়টি জানার পর আমি ও আমার বোনরা মায়ের জমি ফেরত অথবা জমির মূল্য বাবদ এক কোটি পরিশোধ করার জন্য আসামিকে অনুরোধ করি। কিন্তু সে জমি ফেরৎ কিংবা টাকা পরিশোধ না করে আমাদের বিভিন্ন ভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শণ ও খুন জখমের হুমকি পদান করে।

বাদীর মা বৃদ্ধা জাহানারা বলেন, আমাকে ডাক্তার দেখানোর নাম করে শহরে নিয়ে জোর করে টিপসহি দিয়ে ৩৮ শতক জমি রেজিষ্টি করে নিয়েছে ছোট ছেলে আলমগীর হোসেন বাবু। তার সাথে ছিল ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম। আমার খাসির মাথা (দামি জমি) জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। আমি বাড়ি এসে বড় ছেলে ও মেয়েদেরকে বললে ছোট ছেলে ও ছেলের বউ খারাপ আচরণ করে।

বৃদ্ধা আরও জানান, আমি বাবা সই (স্বাক্ষর) করতে পারি। কিন্তু আমাকে সই করতে না দিয়ে হাতটা মুচরিয়ে ধরে টিপসহি করে নিয়েছে।

বাদী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, মা বৃদ্ধা হওয়াতে আমাকে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন। যে দিন মামলা করেছি শুনেছে সেদিনই আমার মা ও ছোট বোন শেফালিকে ছোট ভাই আলমগীর ও তার বউ বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তারপর থেকে মা ও আমার ছোট আমার বাড়িতে আছে।

জাহাঙ্গীর আলম আরও বলেন, বাবা -মায়ের সম্পত্তি তার সকল সন্তানই পাবেন। আমরা বারবার তাদের সাথে মিমাংসা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি যে যতটুকু সম্পত্তি পাবে সে হিসেবে বন্টন করার জন্য অথচ সে মিমাংসাতে রাজি হয় না। আমরা এখনো চাই বাবা মায়ের সম্পত্তি নিয়ে আইন আদালতের ঝামেলা যাতে না হয়। এলাকার মেম্বারকেও বলেছি কিন্তু তারা কারো কথা শোনে না।

অভিযোগের বিষয়ে আলমগীর হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম ও পুলিশ কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম রিপনের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এসময় তারা মিমাংসা করার বিষয়ে রাজি হলেও নানা অজুহাতে দিনপার করতে থাকে।

পরবর্তিতে আসামি আলমগীর হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে ফোন করে জানান, বিষয়টি নিয়ে বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলমের সাথে কথা হয়েছে আমরা মিমাংসা করে নেব।

কিন্তু মামলার বাদি জাহাঙ্গীর আলম জানান, মিমাংসার বিষয়ে আসামিপক্ষ কোন আগ্রহ দেখায়নি। এদিকে, প্রতারণার এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মায়ের সাথে কথা বলার জন্য কোলা গ্রামে গিয়ে যায় মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম। তার মা ও বোনরা জানান, আসামি আলমগীর হোসেন তার বাবার নামিয় ৫ বিঘা জমি জাল সাক্ষর করে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সে বিষয়েও তারা আরও একটি পৃথক মামলা করেছেন।

যে মামলায় আলমগীর হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম, পুলিশ কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম রিপনসহ ৬জনকে আসামি করা হয়েছে। মায়ের সাথে প্রতারণার আগেও তার বাবার সাথে প্রতারণা করেছেন কিনা এ বিষয়ে আগামী পর্বে সেটি তুলে ধরা হবে।

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯ শিক্ষককে কারণ দর্শানো নোটিশ

নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণে অসহযোগিতা করা ও পরীক্ষা গ্রহণে বাধা প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। গতকাল বুধবার দুপরে গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে নোটিশ প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র স্বাক্ষরিত কারণ দর্শানোর চিঠিতে বলা হয়- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণে অসহযোগিতা করা ও পরীক্ষা গ্রহণে বাধা প্রদানের কারণে তাদের কেনো শাস্তি দেওয়া হবে না তা ৩ কার্যদিবসের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে জবাব দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কারণ দর্শানোর নোটিশপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন, পলাশী সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুল, তেরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকিউল ইসলাম, কুলবাড়িয়া হারেস উদ্দীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তানভীর কবীর, হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সেলিম আহমেদ, বেতবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক রোকনুজ্জামান, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবনী খাতুন, এলাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হাসান আলী, করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল, ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাজেদা পারভীন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল বলেন, আমি কারণ দর্শানো নোটিশ পেয়েছি। প্রতিটি বিদ্যালয়েই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষায় বাধা প্রদানের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে আমি শিক্ষক নেতা হিসেবে প্রথম থেকেই সহকারী শিক্ষকদের বুঝিয়ে বার বার বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত যেদিন উপজেলার মধ্যে শিক্ষকগণ অবস্থান করছিলেন সেদিন আমি শিক্ষকদের বোঝাতে গিয়েছিলাম কিন্তু কে বা কারা মানববন্ধন বলে প্রচার করেছে। আসলে সেখানে কোনো মানববন্ধন হয়নি।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে মউকের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) আয়োজনে এবং এএলআরডি’র সহযোগিতায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান

সেলিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ও ছড়াকার আহাদ আলী মোল্লা, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও দৈনিক কালের কন্ঠের জেলা প্রতিনিধি মোঃ ইয়াদুল মোমিন এবং দৈনিক আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহবুবুল হক পোলেন।

অতিথিরা তাদেরব ক্তব্যে বলেন, সবার জন্য অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সচেতন হলে মানবাধিকার লঙ্ঘন কমে যাবে। পুলিশ সব সময় আইনের প্রতি সম্মান রেখে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশার ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভার আগে একটি র্যালি আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

মেহেরপুরে এনসিপির মনোনয়ন পেলেন সোহেল রানা ও শাকিল আহম্মেদ

মেহেরপুর-১ আসন (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদ।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় রাজধানীর বাংলামোটরে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন তাদের নাম ঘোষণা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তাদের প্রথম ধাপের মনোনীত প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেছে।

জানা গেছে, ধাপে ধাপে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আসন বণ্টন করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। চলতি মাসেই সব আসনে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করতে চায় দল।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, মেহেরপুর শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে। দিনটি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন (বিআইএইচআরএফ) মেহেরপুর শাখা বুধবার সকালে র্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করে।

মেহেরপুর বিআইএইচআরএফের সভাপতি রফিকুল আলমের নেতৃত্বে শহরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সামনে থেকে র্যালি বের করা হয় এবং র্যালি শেষে নজরুল স্কুলে একটি প্রাণবন্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫ সালের এই দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল “মানবাধিকার, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য বিষয়।” এর মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মানবাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং মানবাধিকার কীভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে তা প্রদর্শনই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

বিআইএইচআরএফ মেহেরপুরের সভাপতি রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পরিচালক এম. এ. মুহিত মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন এবং মানবাধিকার কী তা ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সানজিদা ইসলাম, প্রধান শিক্ষক নজরুল হাই স্কুল।

মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে কয়েকজন গরিব ছাত্রীকে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে আলোচনা সভার সভাপতি বলেন, প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

তিনি আরও বলেন, এ বছরের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী, যার লক্ষ্য মানবাধিকারের মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করা এবং মানুষকে মানবাধিকারকে জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা। তিনি দৈনন্দিন জীবনে মানবাধিকার লঙ্ঘন না করার আহ্বানও জানান।

মেহেরপুরের সাবিত্রী, হিমসাগর আম ও কলাসহ ৭ পণ্যকে জিআই সনদ

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ
পেল দেশের আরও সাতটি পণ্য।
নতুনভাবে স্বীকৃতি পাওয়া
পণ্যগুলো হলো- মেহেরপুরের
সাবিত্রী মিষ্টি, হিমসাগর, কলা,
নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি,
ফুলবাড়িয়ার লাল চিনি, কালীগঞ্জের
তোয়ালে ও ফরিদপুরের পাট। এ নিয়ে বাংলাদেশে জিআই পণ্যের সংখ্যা দাঁড়াল ৬২টি।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এসএমই মেলাকে ঘিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের হাতে জিআই সনদ তুলে দেন শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান। একই অনুষ্ঠানে জিআই পণ্য ব্যবহারে ‘জিআই ট্যাগ’ লোগোও উন্মোচন করা হয়। এখন থেকে জিআই স্বীকৃত পণ্যের ওপর এ লোগো ব্যবহার করতে পারবেন উদ্যোক্তারা।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করছেন। মেলাকে

কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় ‘এসএমই শিল্প বিকাশে মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনার। এতে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাকসুদা নূর।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে শিল্পসচিব ওবায়দুর রহমান বলেন, ‘এসএমই খাতকে এগিয়ে নিতে হলে মেধাসম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি এর সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। উদ্যোক্তাদের মেধাসম্পদের বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে, তা না হলে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকবে না।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালন

“নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে আলোচনা সভা এবং অদম্য নারীদের পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নয়নতারা নিশাতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা

অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার তদন্ত কর্মকর্তা গৌতম কুমার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর বাকের আলী এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স।

আলোচনা সভা শেষে সমাজে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ‘অদম্য নারী’ ক্যাটাগরিতে ৫ জন নারীকে সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত অদম্য নারীরা হচ্ছেন অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের গাবু মন্ডল ও পাউমিলা মন্ডলের মেয়ে সন্ধ্যা মন্ডল। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনকারী নারী: উপজেলার মোনাখালী গ্রামের রেজাউল মির ও ফুলমালা খাতুনের মেয়ে ঈশিতা পারভীন রিক্তা। সফল জননী নারী: উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আলিমুদ্দিন মন্ডল ও জোবেদা খাতুনের মেয়ে রোকেয়া খাতুন। নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বুধন মন্ডল ও লক্ষ্মী মন্ডলের মেয়ে ভেরুনিকা মন্ডল।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের লিয়াকত আলী খান ও সনাতন বিবির মেয়ে রেহেনা খাতুন।
অদম্য নারীদের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক এবং পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সচেতনতা বৃদ্ধিতে দিনব্যাপী কর্মশালা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের মিনি সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

তিনি বলেন, গ্রাম আদালত হচ্ছে গ্রামীণ পর্যায়ের মানুষের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম। তাই এই আদালতকে আরও শক্তিশালী ও জনবান্ধব করতে সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সঞ্চালনা করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পার্থ প্রতিম শীল। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার মো. আছাদুজ্জামান।

এছাড়াও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোজাম্মেল আজম ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নাসিমা খাতুন, সদর উপজেলার সমন্বয়কারী আলমগীর কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সিডিপি’র প্রজেক্ট ডিরেক্টর জন প্রবঞ্জন বিশ্বাসসহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরাও কর্মশালায় অংশ নেন।

কর্মশালায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও সক্রিয় করা, সেবা গ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রচার জোরদারসহ বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এ কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

‘নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবন্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা এবং সমাজে বিশেষ অবদান রাখা অদম্য নারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার উপর জোর দেন।

আলোচনা সভার পরে, সমাজে বিশেষ অবদান রাখা অদম্য নারীদের সংবর্ধনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মেধা, সাহস ও কর্মদক্ষতা দিয়ে সমাজকে আলোকিত করা কয়েকজন নারীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

আলোচনার আগে, সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মহিলা সংস্থার আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র্যালিটি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী-শিক্ষক, নারী নেত্রী এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষ

প্ল্যাকার্ড হাতে র্যালিতে অংশ নেন।

মুজিবনগরে ভুল ব্যানারে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা পালিত হয়েছে।

তবে আয়োজক ও সহযোগী উভয় পক্ষই ভুল ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। এ ছাড়া মুজিবনগর থানার সাবেক ওসিকে বিশেষ অতিথি করা এবং নিজেদের মধ্যে ক্রেস্ট প্রদান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভুল ব্যানার টানিয়ে “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর থানার সাবেক ওসি মিজানুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) গৌতম কুমার, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী।

আলোচনা সভা শেষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সহযোগী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী, সহ-সভাপতি শাহানাজ খাতুন এবং সদস্য ইয়ামিন ইসলাম।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।